প্রথম আলো
তারিখ 9 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

অভিন্ন গ্রেডিংয়ে আপত্তি নেই তবে অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে

দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্চ থেকে চালুর সম্ভাবনা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

মাসখানেক পর দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যুক্তিতর্ক শুরু হয়েছে। চালু থাকা ৭৬টি স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতা তথা মেধা মূল্যায়নে একই নিয়ম চালু সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব খুব একটা নেই। তবে এটি চালু হলে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নীতিনির্ধারক ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) হিসাবে উচ্চশিক্ষার সর্বস্তর মিলিয়ে দেশে প্রায় সাড়ে ১০ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে।

অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে আপত্তি খুব একটা না থাকলেও সংশ্লিষ্টরা কিছু সমস্যা ও অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছেন। দেশে শিক্ষকদের নম্বর দেওয়ার মনোভাব এক রকম নয়। তা ছাড়া একেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একেকভাবে খাতা মূল্যায়নের রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। একই উত্তর মূল্যায়নে দুই পরীক্ষকের দুই ধরনের নম্বর দেওয়ার অনেক নজির রয়েছে। এর পাশাপাশি একই নম্বর পেয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পরীক্ষার্থী একই বিষয়ে 'এ' প্লাস পাচ্ছে, আবার অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একই নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থী 'এ' মাইনাস পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম, পাঠ্য বিষয় এবং কোর্সের মেয়াদেও রয়েছে ভিন্নতা। আবার পাস নম্বর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০, আবার কোথাও কোথাও ৫০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এতদিন ৬০ নম্বর দেওয়ার অর্থ ছিল সেই শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পাওয়ার যোগ্য এবং এই নম্বরপ্রাপ্তরা খুবই মেধাবী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পুরনো এই ধারা থেকে শিক্ষকরা বের না হতে পারলে ৬০ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা 'সি' গ্রেড পাবে এবং তার গ্রেড পয়েন্ট হবে ২.০০।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, উদ্যোগটি ভালো কিন্তু এটা ঠিকমতো

এরপর পৃষ্ঠা ১৯

অভিন্ন গ্রেডিংয়ে আপত্তি নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রেডিংয়ে পরিবর্তন (কনভার্ট) করার চেয়ে সরাসরি গ্রেডিং চালু হলে বিদ্যমান বহুমুখী অসঙ্গতি দূর হতে পারে। অর্থাৎ গ্রেডিংয়ের বেলায় নম্বরের কোনো ব্যাপার থাকবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেন, এমন হতে পারে, খুব ভালোর জন্য একটি গ্রেড, ভালোর জন্য একটি গ্রেড, মধ্যম মানের জন্য একটি গ্রেড, পাসের জন্য একটি গ্রেড নির্ধারণ হতে পারে। তবে সংখ্যায় ৭০ বা ৮০ নম্বর দিয়ে সেখান থেকে গ্রেড করা হলে শিক্ষার্থীদের ওপর সুবিচার হয় না।

বিশ্লেষকরা বলছেন, একটি অখ্যাত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ 'এ' গ্রেড এবং একটি নামকরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মধ্যম মানের 'বি' গ্রেড সমান গুরুত্ব বহন করে না। প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের কারণে 'এ' গ্রেডের তুলনায় 'বি' গ্রেডপ্রাপ্ত স্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব পাবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, চাকরি বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি' গ্রেডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সহজভাবে বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এ' গ্রেডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হলেও এসব অসঙ্গতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব নিয়ম-কানুন থেকেই যাচ্ছে। তবে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গ্রেডিং নিয়ে বিদ্যমান নৈরাজ্য কিছুটা হলেও দূর হবে।

সূত্রমতে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গ্রেডিংয়ের ধাপগুলো অনেকটা কাছাকাছি। বিশেষ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গ্রেডিংয়ের ধাপগুলো একই রকম। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির কোনো মিল নেই। ইউজিসি গ্রেডিংয়ের গাণিতিক ভিত্তি ৮০ থেকে শুরুর প্রস্তাব দিলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৯৭, ৯৪ বা ৯০ থেকে সর্বোচ্চ ধাপ নির্ধারণ করা হচ্ছে। ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ৯০ থেকে তদূর্ধ্ব নম্বর পেলে একজন শিক্ষার্থী 'এ' এক্সসেলেন্ট (অসাধারণ) পাচ্ছে। আবার ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ৯৭ থেকে ১০০ নম্বর পেলে একজন শিক্ষার্থী 'এ' প্লাস পাচ্ছে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ৯৩ থেকে তদূর্ধ্ব নম্বর পেলে এ এক্সসেলেন্ট গ্রেড দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০ থেকে তদূর্ধ্ব নম্বর পেলে 'এ' প্লাস দেওয়া হয়।

ইউজিসি ৯টি ধাপে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির খসড়া তৈরি করেছে। এসব ধাপ হচ্ছে 'এ' গ্রেড=৯০-১০০ (গ্রেড পয়েন্ট-৪), 'এ' মাইনাস=৮৫-৮৯ (৩.৭৫), 'বি' প্লাস=৮০-৮৪ (৩.৫০), 'বি'=৭৫-৭৯ (৩.২৫), 'বি' মাইনাস=৭০-৭৪(৩.০০), 'সি' প্লাস=৬৫-৬৯ (২.৫০), 'সি'=৬০-৬৪(২.০০), 'সি' মাইনাস=৫৫-৫৯ (১.৫০) এবং 'ডি'=৫০-৫৪ (১.০০)। এ ছাড়া 'F'=ফেল (X), =Incomplete, W=Withdrawn।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো সর্বজনগ্রাহ্যতা নেই। তবে পরীক্ষার ফল ও

প্রয়োজন। খেয়াল রাখতে হবে, বড় ধরনের কোনো ব্যবধান যেন না থাকে। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর বিষয়টি খারাপ নয়। তবে এ বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তাই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারে তাদের প্রস্তাবে মোটামুটি একমত হয়েছেন। পরীক্ষার ফল মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বহুমুখী ধারা বিরাজ করায় ইউজিসি এই অভিন্ন গ্রেডিং চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে চাকরি, উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই মেধার শিক্ষার্থীর দুই রকম মূল্যায়নের সুযোগ কমে আসবে। তিনি আরো বলেন, একেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একেক নিয়মে ফল প্রকাশের কারণে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা চলে আসছে।

সূত্রমতে, গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতা দুইজন পরীক্ষককে দিয়ে দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পরীক্ষক খাতা দেখায় পরীক্ষার্থীকে ইচ্ছামতো নম্বর দেওয়ার সুযোগ থেকে যায়। এমনকি কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষকদের এ ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। সম্প্রতি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো নম্বর না দেওয়ায় দল বেঁধে ২০০ ছাত্রছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছে। এই আশঙ্কায় গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের পছন্দমতো গ্রেড দিচ্ছে। এ সম্পর্কে বিত্তবান পরিবারের কিছু শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এত টাকা খরচ করে একটি ভালো গ্রেড নিতে হবে। ব্যবসায়িক কারণে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এমন অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়। এমনকি ভর্তির আগে কোন গ্রেড দেওয়া হবে, সেই অঙ্গীকার আদায় করারও নজির রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেছেন, কমিশনের কাছে এমন প্রচুর অভিযোগ আসছে। তার জানা মতে, বেশ কয়েকজন নীতিবান শিক্ষক পরীক্ষার্থীর পছন্দমতো গ্রেড না দেওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চাকরি ছেড়েছেন বা চাকরিচ্যুত হয়েছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, অভিন্ন গ্রেডিংয়ের ব্যাপারে বিতর্ক থাকার অবকাশ নেই। মঞ্জুরি কমিশন একটি চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে অভিন্ন গ্রেডিংয়ের সঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয়ে সমতা আনা প্রয়োজন। প্রথমত, চিরাচরিত নম্বর প্রদানের রেওয়াজ এবং পরীক্ষকদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনার উপায় বের করতে হবে। এর পাশাপাশি কোর্স পাঠক্রম, কোর্স সমন্বয়, কোর্স মূল্যায়ন এবং কোর্সের সময়সীমাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করলে অভিন্ন গ্রেডিং পরিপূর্ণতা পাবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, সবাই বলছে, অভিন্ন গ্রেডিং অপরিহার্য এবং বাঞ্ছনীয়। সবার মতামতসাপেক্ষে আগামী মার্চের মধ্যে এটা চালু করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া আগামী এক বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্স, পাঠক্রম ও